দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 25 DEC 1998
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র অঙ্গনে এসব কি হচ্ছে?

দেশব্যাপী ৭ দল আহূত ৬০ ঘন্টার হরতালের সময় নিহত ৯ জনের স্মরণে গত ১১ নভেম্বর ১৯৯৮ ইং ফ্রান্স বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দল ফ্রান্স শাখার উদ্যোগে এক শোক সভা অনুষ্ঠিত হয়। শোক সভায় সভাপতিত্ব করেন আফজাল হোসেন, সভাপতি স্বেচ্ছাসেবক দল, ফ্রান্স শাখা এবং পরিচালনা করেন ফখরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক, স্বেচ্ছসেবক দল। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ড. আব্দুল মালেক, সভাপতি বিএনপি ফ্রান্স শাখা ও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সরোয়ার হোসেন, সিনিয়ার সহ সভাপতি, বিএনপি ফ্রান্স শাখা। সেলিমুর রহমানের কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভার কাজ শুরু হয়। নিহতদের আত্মার মাগফেরাত ও মহাসচিব আঃ মান্নান ভুইয়া, সাবেক মহাসচিব ছালাম তালুকদার ও স্থায়ী কমিটির সদস্য কে এম ওবায়দুর রহমানের রোগমুক্তি কামনা করে ফাতিহা ও দোয়া পাঠ করেন। সভায় বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব তাজুল ইসলাম কোষাধ্যক্ষ; গিয়াস উদ্দিন আহমেদ, আহবায়ক মুক্তিযোদ্ধা দল, নূরুল ইসলাম আলী, সভাপতি- প্যারিস নগর বিএনপি. খোকন চৌধুরী, সভাপতি, জাসাস আজীজুল হক, সভাপতি ছাত্রদল, আবুল কালাম যুব সম্পাদক, মাসুদুর রহমান, সভাপতি নানতিয়ার শাখা হেদায়েত হোসেন, সভাপতি, ক্রেতাই শাখা, বিপ্লব সোয়ারী সাধারণ সম্পাদক, সার্জী বিএনপিসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। বক্তারা বলেন, শেখ হাসিনা বিরোধী দলে থাকাকালীন ১৭২টি হরতাল করেছেন, মাসের পর মাস অসহযোগ আন্দোলনের নামে দেশকে অচল করে দিয়েচিলো।

আওয়ামী পেটোয়া বাহিনী চট্টগ্রামসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক বন্দরগুলো বন্ধ করে দিয়ে বৈদেশিক বাণিজ্য অর্থা আমদানী-রপ্তানী বন্ধ করে দিয়ে জাতীয় আয়ের সবচেয়ে বড় খাত গার্মেন্টিস ব্যবসা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। গার্মেন্টিস ব্যবসার বৈদেশিক সকল চুক্তি নষ্ট হয়ে গেলে ফ্যাক্টরীগুলো বন্ধ হওয়ায় দেশে প্রচুর লোক বেকার হয়ে পড়ে। আজ সেই ১৯৭৪/১৯৭৫-এর ন্যায় আবার সারাদেশে বাকশালী শাসকগোষ্ঠি ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে ব্যাপক গ্রেপ্তার, হত্যা, নির্যাতন, মিথ্যা প্রচারণা, পল্টন ময়দানে বিরোধী দলীয় নেত্রীকে হত্যার চেষ্টা, সর্বোপরি অযোগ্য ফ্যাসিস্ট তাঁবেদার সরকার বলছে। মুজিব হত্যাকারীদের বাঁচাতে বিএনপি হরতাল ডেকেছে। কিন্তু ৯, ১০, ১১ নভেম্বর ১৯৯৮ জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। প্রমাণ করেছে, জনগণের অবস্থান- আওয়ামী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে। প্রধান অতিথির ভাষণে ডঃ মালেক বলেন, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস করে আওয়ামী লীগ পূর্বেও টিকতে পারেনি, আজও পারবে না। প্রশ্ন, আমাদের আওয়ামী সরকারের পতনের প্রক্রিয়া কি হবে? তিনি আরও বলেন, শহীদদের শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করে সরকারের পতন ঘটিয়ে দেশে একটি দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার গতি ত্বরান্বিত করতে পারলেই শহীদদের আত্মা শান্তি পাবে।

ফ্রান্স ছাত্রদলের প্রতিবাদ সভা

গত ১৫ নভেম্বর ১৯৯৮ দলীয় কার্যালয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক জনাব হাবিবুন্নবী সোহেলকে অগণতান্ত্রিকভাবে গ্রেফতারের প্রতিবাদে ফ্রান্স শাখা ছাত্রদলের প্রতিবাদ সভা দলীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন ছাত্রদলের সভাপতি আজিজুল হক এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফ্রান্স বিএনপির সংগ্রামী সভাপতি ডঃ আব্দুল মালেক। উক্ত সভায় উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন যুগ্ম সম্পাদিকা নাছরীন আক্তার। আরও বক্তব্য রাখেন ছাত্রদল, বিএনপি ও বিভিন্ন অঙ্গ দলের নেতৃবৃন্দ। বক্তারা ক্ষমতাসীন সরকারের বাকশালী শাসন আমলের ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত দিয়ে গণমানুষের জীবনের নিরাপত্তাহীনতা, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাষ ও সরকার সৃষ্ট দুর্ভিক্ষের কথা বর্ণনা করে আওয়ামী শাসনের আসন্ন ভবিষ্যতের কথা তুলে ধরে বলেন, আজকে আবার ঐকমত্যের সরকারের নামে বাকশালী একদলীয় স্বৈরাচারী ফ্রাসিবাদী শাসন শুরু হয়েছে। বাকশালীরা গণতন্ত্রের কথা বলে, স্বাধীনতার পক্ষের কথা বলে, মৌলিক অধিকারের কথা বলে, ন্যায়বিচারের কথা বলে। মৌলিক অধিকার দূরের কথা, মধ্যযুগীয় সামন্ত কায়দায় দেশবাসীর বাঁচার অধিকার পর্যন্ত হরণ করেছে। আজকের সভ্যতার যুগে বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো পবিত্র জায়গায় পাশবিক কায়দায় এরা বোনদের ইজ্জত হরণ করছে। ঢাকা ও জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এসব কি হচ্ছে- এ পবিত্র অঙ্গনে নারীদের ইজ্জত আজ হুমকিগ্রস্ত। উন্নয়ন ও বেকারত্ব দূরীকরণ, দূরের কথা বরং দেশকে ভারতীয় বাজার বানিয়ে জাতীয় শিল্প ধ্বংস করে দিচ্ছে আর বেকার দেশবাসী নারকীয় জীবনযাপন করছে। শিশুর নিরাপদ ভবিষ্যত তো দূরের কথা, স্বাভাবিক মৃত্যুরও কোনো নিশ্চয়তা নাই। জাতীয়তাবাদী দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য সাবেক মহাসচিব ওবায়দুর রহমানসহ ছাত্রনেতা সোহেলের মতো নিরপরাধ হাজার হাজার নেতা-কর্মীদের বিনা কারণে ফ্যাসিবাদী কায়দায় দেশের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময় সন্তানদেরকে কারাগারে নিক্ষেপ করে জীবন বিপন্ন করে তুলেছে। সভাপতি বক্তাদের বক্তব্য পর্যালোচনা করে দেশের এই অনিশ্চিত এবং ভয়াবহ অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যৎ-এর ইঙ্গিত দিয়ে ছাত্রনেতা সোহেলসহ অন্যান্য রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের নিঃশর্ত মুক্তি দাবী করেন।

ফ্রান্সে ভাসানীর মৃত্যুবার্ষিকী পালন

গত ১৭ নভেম্বর, ১৯৯৮ ফ্রান্স বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যলয়ে মজলুম জননেতা মরহুম মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর ২২তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হয়। ফ্রান্স বিএনপির সভাপতি ড. আব্দুল মালেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব সরোয়ার হোসেন, গিয়াস উদ্দিন, নূরুল ইসলাম ডালী, খোকন চৌধুরী, মাসুদুর রহমান, ইসমাইল মোল্লা, হেদায়েত হোসেন, বিপ্লব খান, সিরাজ মিয়া। খবর বিজ্ঞপ্তি'র।

❑ সারোয়ার হোসেন
বিএনপি, ফ্রান্স শাখা